অগ্রণী ব্যাংকে লুটপাট

৬ বছরে দেশের ব্যাংকগুলোতে বড় ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা অর্থ আত্মসাতের জন্য বেছে নিয়েছেন সোনালী, অগ্রণী, জনতা ও রূপালী ব্যাংককে

● খোন্দকার তাজউদ্দিন

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো চালাতে হিমশিম খাচ্ছে সরকার। ব্যাংকগুলোর মূলধন ঘাটতি বেড়েছে, খেলাপি ঋণের পরিমাণ উদ্বেগজনক পর্যায়ে, অবলোপন করে দেয়া হয়েছে বিপুল পরিমাণ ঋণ। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের ঘটনাগুলোর কোনো রফাদফা করতে পারছে না ব্যাংকগুলো।

বর্তমান সরকারের ৬ বছরে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির হার জনতা ব্যাংকে ৮৫ শতাংশ, সোনালী ব্যাংকে ৬৫ শতাংশ, অগ্রণী ব্যাংকে ৪০ শতাংশ ও রূপালী ব্যাংকে ১৭ শতাংশ। এই ৬ বছরে ব্যাংকগুলোতে বড় ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা অর্থ আত্মসাতের জন্য বেছে নিয়েছেন সোনালী, অগ্রণী, জনতা ও রূপালী ব্যাংককে।

পাঁচ রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের লুটপাট ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনা নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ১৩-তে 'সব ব্যাংকেই লুটপাট' শীর্ষক বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদনে ব্যাংকিং সেক্টরে একের পর এক লুটপাটের ঘটনার বিশেষ তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে অগ্রণী, সোনালী, জনতা, বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালকসহ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ব্যাংক সেক্টর থেকে কীভাবে ১৩ হাজার কোটি টাকা লোপাট করা হয় তা তুলে ধরা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নানা ধরনের টেকনিক খাটিয়ে এ টাকা লুট করা হয়। অভিনব কায়দায় এ লুটে ইন্ধন জুগিয়েছেন, পথ বাতলে দিয়েছেন পরিচালকরা। তাদের চাপে পড়ে ব্যাংকের কর্মকর্তারা অখ্যাত প্রতিষ্ঠানকে হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেন। এসব ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যাংকিং নিয়মাবলি অনুসরণ করা হয়নি।

ওই প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর ব্যাংকিং সেক্টরে তোলপাড় শুরু হয়। প্রকাশ্যে বিতর্কে লিপ্ত হন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাত, মেয়াদ শেষ হওয়ায় ড. বারকাতকে জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যানের পদে আর পুনর্নিয়োগ দেয়া হয়নি। ইতিমধ্যে জনতা, সোনালী, বেসিক ব্যাংকে নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। একই প্রক্রিয়া চলছে অগ্রণী ব্যাংকে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও দুদকের অনুসন্ধানে এ ব্যাংকের নানা অনিয়ম ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্ত সূত্রে জানা যায়, অগ্রণী ব্যাংকের ৯০৫টি শাখার মধ্যে ৩০০টি ইন্টেরিয়র করা হয়েছে। এখানে কোটি কোটি টাকা লুটপাট করা হয়। শুধু রমনা শাখাতেই খরচ করা হয়েছে ৫ কোটি টাকা। অথচ যে কাজ করে ৫ কোটি টাকা বিল করা হয়েছে তা ৫০ লাখ টাকায় করা সম্ভব বলে ব্যাংকের কোনো কোনো কর্মকর্তা মনে করেন। অর্থাৎ ইন্টেরিয়রের কাজ যে প্রতিষ্ঠান করেছে তার সঙ্গে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার যোগসাজশে এই লোপাট হয়েছে।

মতিঝিলের বিতর্কিত 'সানমুন স্টার টাওয়ারে' অগ্রণী ব্যাংক ১২, ১৩ ও ১৪তম ফ্লোর ভাড়া নিয়েছে। ভাড়া নেয়া বাবদ ৩৩ কোটি টাকা অগ্রিম দেয়া হয়েছে। প্রথম ৬ মাসে ১ কোটি টাকা ভাড়া দিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। এই একই বিল্ডিংয়ে মার্কেন্টাইল ব্যাংক ৭৫ টাকা বর্গফুট হিসেবে ভাড়া নিয়েছে। সে জায়গায় অগ্রণী ব্যাংক প্রতি বর্গফুট ভড়া দিয়েছে ১০৮ টাকা করে। এই বিতর্কিত টাওয়ারের মালিক ফ্রিডম পার্টির সাবেক নেতা মিজানুর রহমান ওরফে ফ্রিডম মিজান ওরফে বালতি মিজান। এই মিজান এখন মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে অর্থায়ন করার অভিযোগে কারাগারে রয়েছেন। শুধু ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ড. বজলুল হক খন্দকার ও এমডি সৈয়দ আবদুল হামিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় এখানে ফ্লোর ভাড়া নেয়া হয় বলে জানা গেছে। অগ্রণী ব্যাংক এখানে শুধু ফ্লোর ভাড়া নিয়েছে তাই নয় বরং এই বিতর্কিত বিল্ডিং নির্মাণে ২৩৮ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী অর্থ ফেরত পাবে না জেনেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই ঋণ দেয়। ব্যাংকের বর্তমান ডিএমডি মিজানুর রহমান এই ঋণ পেতে সহায়তা করেছিলেন। ধানমন্ডিতে ট্রেনিং সেন্টারের নামে স্টার কাবাবের উল্টোপাশে নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের চতুর্থ ও পঞ্চম তলার ফ্লোর কেনা হয়েছে। জানা গেছে, এখানে প্রতি স্কয়ার ফিটের দাম ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা। এই হিসাবে সর্বোচ্চ বাজারদর আসে ২৫ থেকে ৩০ কোটি টাকা। অথচ এই ফ্লোর কেনায় দাম ধরা হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এই ফ্লোর কেনার সঙ্গে সাবেক চেয়ারম্যান খন্দকার বজলুল হক ও এমডি আবদুল হামিদ মিয়া সরাসরি জড়িত। উভয় ক্রয় থেকে ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে ৫০ কোটি টাকা। এই টাকা উভয় পক্ষের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

অগ্রণী ব্যাংকে এখন চলছে বরিশাল-ইজম। ব্যাংকের এমডির বাড়ি বরিশাল, ৪ জন ডিএমডির মধ্যে ২ জনের বাড়ি বরিশাল। ২৩ জন জিএমের মধ্যে ৭ জনের বাড়ি বরিশাল। ব্যাংকটিতে ডিজিএম ও এজিএমদের মধ্যে ২৫ শতাংশ বরিশাল বলে অভিযোগ উঠেছে। এ বছর ৫১ জনকে পদোন্নতি দিয়ে এজিএম করা হয়েছে অপেক্ষমাণ তালিকাসহ। এদের ১৩ জনের বাড়ি বরিশাল। ফলে ব্যাংকটি ক্রমেই অগ্রণী ব্যাংক বরিশাল লিমিটেড হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে।

ব্যাংকটির অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আবদুল হামিদ বলেন, অগ্রণী ব্যাংকে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৪০ শতাংশ বেড়ে গেছে। এর জন্য দায়ী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ। চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগসাজশ করে দুর্নীতি করা হয়েছে বা ফ্লোর কেনা হয়েছে এটা ঠিক নয়। বাজারদর যাচাই-বাছাই করে কেনা হয়েছে। এতে ব্যাংকের কোনো ক্ষতি হয়নি।

অন্যদিকে বিদায়ী চেয়ারম্যান ড. খন্দকার বজলুল হক বলেন, ব্যাংকটি গত ৫ বছর ভালো চলেছে। তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে কোনো জবাব দিতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। ■